প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের তাবেইন এবং তাবে'-তাবেঈ'নদের নামের তালিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ২৯৯

হাদিস শরীফ শিক্ষা করন,হেফজ করন এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাবেইন এবং তাবে'-তাবেঈ'নদের আগ্রহ ও তৎপরতার অন্ত ছিলনা। এ দুই যুগে হাদিস শরীফ অনুযায়ী আমলকরন বরাবর অব্যাহত থাকে এবং শিক্ষা করন,হেফজ করন , শিক্ষাদান ও লিখন বহুগুণে বেড়ে যায়।সাহাবীদের উৎসাহদানের ফলে তাবেয়ীনদের মধ্যে এবং তাবেঈ'নদের উৎসাহদানের ফলে তাবে'-তাবেঈ'নদের মধ্যে এরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় যে, তাদের এক এক জন এক এক টি হাদিস শরীফের জন্য তৎকালীন হাদিস শরীফের কেন্দ্র ▓ মদীনা শরীফ, মক্কা শরীফ, বসরা, শাম(সিরিয়া) ও মিশর ঘুরে বেড়ান। নিম্নে কতিপয় শিক্ষাদাতা তাবেইন এবং তাবে'-তাবেঈ'নদের নাম উল্লেখ করা হল যাঁদের নিকট হতে হাদিস শরীফ শিক্ষা করাকে বরকত ও গৌরবের ব্যাপার মনে করা হত।

মদীনা শরীফেঃ
ক্রমিক নাম (ইনতিকাল তারিখঃ
১। হজরত সাইদ ইবনে মোছায়্যাব (ইনতিকালঃ ৯৪ হিজরী)
২। হজরত ওরওয়া ইবনে জুবায়ের ইনতিকালঃ ৯৪ হিজরী)
৩। হজরত আবু বোরদা ইবনে আবু মূছা আশ্আরী ইনতিকালঃ ১০৪ হিজরী
৪। হজরত ইকরামা মাওলা ইবনে আব্বাছ ইনতিকালঃ ১০৭ হিজরী
৫। হজরত কাশেম ইবনে মোহাম্মদ ইবন আবু বকর সিদ্দিক ইনতিকালঃ ১০৭ হিজরী
৬। হজরত নাফে' মাওলা ইবনে ওমর ইনতিকালঃ ১১৭ হিজরী
৭। হজরত ইবনে শিহাব জোহরী ইনতিকালঃ ১২৪ হিজরী
৮। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার ইনতিকালঃ ১২৭ হিজরী
৯। হজরত আবুজ জেনাদ ইনতিকালঃ ১৩১ হিজরী
১০। হজরত জায়দ ইবনে আসলাম ইনতিকালঃ ১৩৬ হিজরী
১১। হজরত হেশাম ইবনে ওরওয়া ইনতিকালঃ ১৪৬ হিজরী
১২। হজরত আবি ইবনে জে'ব ইনতিকালঃ ১০৪ হিজরী
১৩। হজরত ইমাম মালিক ইনতিকালঃ ১৭৯ হিজরী
মক্কা শরীফেঃ
১। হজরত মুজাহিদ ইবনে জাবার ইনতিকালঃ ১০৪ হিজরী
২। হজরত আতা ইবনে রাবাহ ইনতিকালঃ ১১৪ হিজরী
৩। হজরত আমর ইবনে দীনার ইনতিকালঃ ১২৬ হিজরী
৪। হজরত ইবনে জোরাইজ ইনতিকালঃ ১০৪ হিজরী
৫ ।হজরত আলকামা ইবনে কায়স নখই ইনতিকালঃ ৬২ হিজরী
৬।হজরত মাসরূক আজদা ইনতিকালঃ ৬৩ হিজরী
৭।আমর ইবনে শুরাহবিল ইনতিকালঃ ৬৪ হিজরী
৮।হজরত আব্দুর রহমান ইবনেআবু লায়লা ইনতিকালঃ ৮৩ হিজরী
৯।দ্দরায়-মতামতহ ইবনে হারিস আল-কিন্দী ইনতিকালঃ ৮৭ হিজরী
১০।হজরত উবায়দা ইবনে আমর সালমানী ইনতিকালঃ ৯২ হিজরী

১১।আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ী ইনতিকালঃ ৯৫ হিজরী
১২।হজরত ইয়াযীদ ইবনে ইবরাহিম নাখই ইনতিকালঃ ৯৫ হিজরী

কুফায়ঃ
১। হজরত ইবরাহিম নাখায়ী ইনতিকালঃ ৯৫ হিজরী
২। হজরত সাঈদ ইবনে জুবায়র ইনতিকালঃ ৯৫ হিজরী
৩। হজরত আমের শা'বী ইনতিকালঃ ১০৩ হিজরী
৪। হজরত ইসহাক ছাবিয়ী ইনতিকালঃ ১১৭ হিজরী
৫। হজরত আ'মাশ ইনতিকালঃ ১৪৮ হিজরী
৬। হজরত মেছআর ইবনে কোদাম ইনতিকালঃ ১৫৫ হিজরী
৭। হজরত জায়েদা ইবনে কাদামাহ ইনতিকালঃ ১৬১ হিজরী
৮। হজরত ইমাম সুফিয়ান ছাওরী ইনতিকালঃ ১৬১ হিজরী
৯। হজরত সুফিযান ইবনে উয়ায়নাহ ইনতিকালঃ ১৯৮ হিজরী
বছরায়ঃ

১। হজরত অবু ওছমান নাহদী ইনতিকালঃ ১০০ হিজরী
২। হজরত কাতাদা ইবনে দাআমা ইনতিকালঃ ১০৪ হিজরী
৩। হজরত আইয়ুব ছিখতেয়ানী ইনতিকালঃ ১৫৪ হিজরী
৪। হজরত হেশাম দস্তওয়াইহ ইনতিকালঃ ১৫৪ হিজরী
৫। হজরত সাঈদ ইবনে আবি অরুবাহ ইনতিকালঃ ১৫৬ হিজরী
৬। হজরত ইমাম শো'বা ইবনে হাজ্জাজ ইনতিকালঃ ১৬০ হিজরী
৭। হজরত ইবনে আওন ইনতিকালঃ ১৫০ হিজরী

***তৃতীয় যুগের সময়কালঃ- তৃতীয় শতাব্দীর ৩১২ হিজরী থেকে চতুর্থ শতাব্দীর ৪১৩ পর্যন্ত সময়কালকে তৃতীয় যুগ বলা হয়ে থাকে।এ যুগে হাদিস শরীফের শিক্ষাদান ও হেফজ করন এবং ঐ মোতাবেক আমল করনের ধারা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকে ও লিখনের কাজ আরো জোরদার হয়ে উঠে। এ যুগকে হাদিস শরীফের স্বর্ন যুগ বলা হয়ে থাকে। কারন, তৃতীয় যুগের পূর্বযুগে (অর্থাৎ দ্বিতীয় শতাব্দীতে) ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হাদিস শরীফ সংগ্রহ ও লিখনের কাজ সূচনা করেন (যেমন ইমাম মালিক ১৭২০ টি হাদিস শরীফের স্থান দিয়ে "মোআত্তা" নামে একটি হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ রচনা করেন এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত তাকরার সহ ৪০ হাজার তাকরার বাদে ২৭৬৪৭ খানা হাদিস শরীফ সম্বলিত "মুসনাদ" নামে একটি বিশাল আকারের হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ রচনা করেন) আর ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ তৃতীয় যুগে(তৃতীয় শতাব্দীতে) তাঁদের হাদিস শরীফের কিতাবে তথা গ্রন্থে চুড়ান্ত রূপ দান করেন। এ যুগেই "عِلْمُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ" (" ইলমুল জারহি ওয়াত্তা'দিল ") তথা "হাদিস সমালোচনা বিজ্ঞান" শাস্ত্রের মাধ্যমে সনদ বিচার দ্বারা সহীহ হাদিস শরীফকে তথাকথিত গায়র সহীহ হাদিস হতে চুড়ান্তরূপে যাছাই-বাছাই,পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

আর একটি কথা প্রনিধান যোগ্য যে,এ যুগের পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত) যে সমস্ত মহাদ্দিস-উলামাকেরামগন হাদিস শরীফ সংকলন করে তাঁদের হাদিস শরীফের কিতাবে তথা

গ্রন্থে লিখেছেন তাদের অনেকেই যেখানে যে বিষয়ে একটি হাদিস শরীফ তথা হাদিসে রাসুল লিখেছেন সেখানে সে বিষয়ে যদি সাহাবা ও তাবেইন'দের কোন আছার থেকে থাকে তাও উহার পাশে লিখে রেখেছেন ("সাহাবা ও তাবেইন'দের কথা বা বানীকে " الْأَثَارِ" ("আছার বলে")। ইমাম মালিক তাঁর "মোআত্তা'য় এ রুপই করেছেন। এতে একটি উপকার এ হয়েছে যে, সাহাবা ও তাবেঈ'নদের আছার মাহফুজ তথা রক্ষিত হয়ে গেছে। যদ্ধারা (অর্থাৎ সাহাবা ও তাবেইন'দের আছার দ্ধারা) হাদিস শরীফ তথা হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রকৃত ব্যাখ্যা জানা যায়। সাহাবা ও তাবেঈ'নদের আছার প্রকৃতপক্ষে হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই ব্যাখ্যা। আবার কেহ কেহ আছারকে পৃথকভাবেও সংকলন করেছেন। যেমন-ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মোহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা। তাঁদের "كِتَابُ الْأَثَارِ" ("কিতাবুল আছার") এ ধরনেরই দুটি সংকলন। সাহাবা কেরামগনের বানী বা আছার হচ্ছে হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা আর হাদিস শরীফ হচ্ছে কোরআন শরীফের ব্যাখ্যা।

তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ সমহূঃ

(১) সহীহ বোখারী

প্রণেতাঃ-মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী,জন্ম-১৩ই শাওয়াল,১৯৪ হিজরী,জুমআ'র নামাজের পর সমরকন্দ(রাশিয়া),ইনতিকাল-১ লা শাওয়াল, ২৫৬ হিজরী ঈদুল ফিতরের রাতে, শনিবার, ঈদুল ফিতরের দিন যোহর নামাজের পর খরতঙ্গ নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। এতে হাদিস শরীফের সংখ্যা- তাকরার সহ সংখ্যা-৭৩৯৭/৭২৭৫ টি, তাকরারবিহীন-২৭৬১/৪০০০ টি।

শিক্ষা জীবন শুরুঃ শিক্ষার শুরুতেই .....বয়সে প্রথমেই সমস্ত প্রচলিত কিতাব এবং বুখারার মাশায়েখদের কিতাবসমূহ মুখস্ত করে ফেলেন। তারপর বিদ্যা অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ সফর শুরু।

মক্কা শরীফেঃ- ষোল বছর বয়সেই তিনি হাদিস শরীফ এবং অন্যান্য বিদ্যা অর্জনের জন্য হিজায তথা মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং হজ্ব শেষে জ্ঞান অনেষনের জন্য মক্কা মুয়াজজামায় থেকে যান। সেখানকার আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইবনে মহাম্মদ আযরাকী, ইমাম হুমাইদী, হাসান ইবনে বসরী, খাল্লাদ ইবনে ইয়াহইয়া ও আবু আব্দুর রহমান মকরী রাদিআল্লাহুম নামে প্রমুখ মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

মদীনা শরীফেঃ- আঠার বৎসর বয়সে বিদ্যা অর্জনের জন্য মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং সেখানকার আব্দুল উয়াইসী, আইয়ুব ইবনে সুলাইমান ইবনে বিলাল ও ইসমাঈল ইবনে আবী উয়াইস রামিাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

বসরাঃ- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য মদীনা শরীফ থেকে বসরায়-মতামত গমন করেন। সেখানে তিনি আব আসেম আন নাবীল,মহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী, বদল ইবনুল মুহাব্বার, হাজ্জাজ ইবনে মিনহাল, আব্দুর রহমান ইবনে ইবনে আশশু'য়াইসী, মহাম্মদ ইবনে আর'আরা, আব্দুল্লাহ ইবনে রাজা গুদানী ও উমার ইবনে আসেম কিলাবী রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

কুফায়ঃ- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য বসরা থেকে কুফায় গমন করেন। উবায়দুরøাহ ইবনে মসা, আবু নু'য়াইম ফযল ইবনে দুকাইন, আহমাদ ইবনে ইয়া'কুব, ইসমাঈল ইবনে আবান, তলক ইবনে গান্নাম, আল হাসান ইবনে রাবী, খালেদ ইবনে মাখলাদ, সা'ঈদ ইবনে হাফস, আমর ইবনে হাফস, ফরওয়া, কাবীসা ইবনে আকাবা, আবু গাসসান ও খালেদ ইবনে ইয়াযীদ রাদিআল্লাহুমাল্লাহ

নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
বাগদাদঃ- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য কুফা থেকে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে তিনি ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, মুহাম্মাদ ইবনে সাবিক, মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে তাব্বা ও সাওরাইজ ইবনে নু'মান রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
শাম(সিরিয়াঃ)- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য বগদাদ থেকে শাম(সিরিয়া) গমন করেন। সেখানে তিনি মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ ফিরইয়াবী, আবু নসর ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহিম, আদম ইবনে আবী ইয়াস, আবুল ইয়ামান আলহাকাম ইবনে নাফি', আলী ইবনে আইয়াশ ও বিশর ইবনে শু'আইব রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

মিশরঃ- এর পর বিদ্যা অর্জনের জন্য বগদাদ থেকে শাম(সিরিয়া) গমন করেন। উসমান ইবনে সালেহ,সা'ঈদ ইবনে আবী মারইয়াম,আব্দুল্লাড় সালিহ, আহমাদ ইবনে সালিহ, আহমাদ ইবনে শাবীব, আসবাগ ইবনুল ফারাজ, সা'ঈদ ইবনে ঈসা, সা'ঈদ কাসীর, ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বুকাইর, আহমাদ ইবনে ইশকাব ও আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
মার্ভেঃ- আলী ইবনে হাসান ইবনে শাকীক, আব্দান ও মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাদিআল্লাহুমাল্লাহ নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
বলখেঃ-মাক্কী ইবনে ইবরাহিম, ইয়াহইয়া ইবনে বিশর, মুহাম্মাদ ইবনে আবান, ইয়াহইয়া ইবনে মূসা ও কুতাইবা রাদিআল্লাহুমা নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
হেরাতেঃ- আহমাদ ইবনে আবিল ওয়ালীদ হানাফীর রাদিআল্লাহু নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
নিশাপুরঃ-ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া, বিশর ইবনুল হাকাম,ইসহাক ইবনে রাওয়াইহ, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া যুহলী রাদিআল্লাহুম নামে প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
মোটকথা, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিদ্যা অর্জনের জন্য প্রায় সবগুলো ইসলামি দেশ ভ্রমন করেছেন এবং এক হাজার আশিজন মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।

(২) সহীহ মুসলিম

প্রণেতাঃ-আবুল হুসাইন আসাকিরুদ্দিন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী(রাশিয়া),জন্ম-২০২/২০৪/২০৬ হিজরী, ইনতিকাল-২৬১ হিজরী রবিবারে, সোমবারে নিশাপুরের বাইরে নাসিরাবাদে তাকে সমাহিত করা হয়।
হাদিস শরীফের সংখ্যা- তাকরার সহ সংখ্যা-৭৩৯৭/৭২৭৫ টি, তাকরারবিহীন-২৭৬১/৪০০০ টি
শিক্ষা জীবন শুরুঃ
ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বিদ্যা অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম তাঁর নিজ শহরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস-উলামাকেরামগন থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন। তারপর অত্যন্ত আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে বিদ্যা অর্জনের জন্যবিভিন্ন দেশ ও শহর ভ্রমন করেন।
খোরাসানেঃ- ইসহাক ইবনে রাওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া
ইরাকেঃ- আহমদ ইবনে হাম্বল ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসলামা কা'নাবী হিজাযেঃ-সা'ঈদ ইবনে মানসুর

ও আবু মুসআব
মিশরেঃ- হারমালঅ ইবনে ইয়াহইয়া ও আবু গসসান
নিশাপুরেঃ-ইমাম বুখারী রাদিআল্লাহুমাল্লাহু আলাইহিম নামে উপরের সকল প্রমুখ প্রখ্যাত মুহাদ্দিস থেকে হাদিস শরীফ শিক্ষা করেন।
(৩) সহীহ নাসাই
প্রণেতাঃ-আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শুআ'ইব খোরাসানী নাসায়ী , নাসা শহর (রাশিয়া) জন্ম-২১৫ হিজরী,ইনতিকাল-৩০৩ হিজরী, ১৩ ই সফর, সোমবার,সাফা ও মারওয়া পাহাড় দ্বয়ের মাঝে সমাহিত করা হয়। হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৪৮২ টি।
(৪) সহীহ আবু দাউদ
প্রণেতাঃ-সুলাইমান ইবনে আশআ'স আযদী সিজিস্তানী (বসরা নগরী) ,জন্ম-২০২ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৫ হিজরী, ১৫ ই শাওয়াল । তিনি ইমাম নাসাইয়ের উস্তাদ ছিলেন। ৪৭
হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৮০০ টি ।
তাঁর শিক্ষকগণের নামঃ- ১. ইমাম আহমদ ইবন্ হাম্বল-(১৬৪/২৪১ টি)
(৫) সহীহ তিরমিজি
প্রণেতাঃ- মুহাম্মদ ইবনে ইসা তিরমিজি,(রাশিয়া)জন্ম-২০৯ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৯ হিজরী, ১৩ ই রজব.সোমবার, তিরমিযেই সমাহিত করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৮১২ টি।
(৬) সহীহ ইবনে মাজাহ
প্রণেতাঃ- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযবিনী,(রাশিয়া) জন্ম-২২ শে রমজান, ২০৯ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৩ সাল, ৬৪ বছর বয়সে,হিজরী,২১ রমযানু.সোমবার, ২২ শে রমযান,মঙ্গলবার সমাহিত করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৩৩৮/৪৩৪১ টি।
(৭.) আবু দাউদ তয়ালাসি, প্রণেতার নাম-সুলাইমান বিন দাউদ আল জারুদ,জন্ম-ইনতিকালঃ ২০২- ১৩৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২৮৯০ টি।
(৮.)মুসনাদে আবি ইয়ালা, প্রণেতার নাম-আবু ইয়া'লা আহমাদ বিন আলি বিন আল মুসান্না আততামিমী, জন্ম-ইনতিকালঃ ২১০-৩০৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫৫ টি।
(৯.) সহীহ ইবনে খুজাইমা, প্রণেতার নাম-মুহাম্মদ ইবনু খুজাইমা বিন মুগিরা বিন সালেহ বিন বাকির, জন্ম-ইনতিকালঃ ২২৩-৩১১ ,হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩২৭৮ টি।
(১০.)ইবনে হিববান, মুহামমাদ বিন হিববান বিন আহমাদ বিন হিববান, জন্ম-ইনতিকালঃ২৭০-৩০৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫০৩ টি।৭৫০৩।
(১১.)দারকুতনী, আলি ইবনে ওমর আদদারকুতনী, জন্ম-ইনতিকালঃ ৩০৬-৩৮৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৮৩৬ টি।
(১২.) আল মুসতাদরাকু , মুহাম্মাদ বিন আব্দল্লাহ বিন মহাম্মাদ বি হামদুয়া বিন নাঈম বিন হাকাম দব্বি তুহমানি, জন্ম-ইনতিকালঃ ৩২১-৪০৫ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৮৯৮৩ টি।,

উপরে বর্ণিত -. " خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " হাদিস শরীফ খানার অন্তর্ভূক্ত হিজরী সনের তিন উত্তম শতাব্দির প্রতি শতাব্দিতে ধারাবাহিকভাবে ক্রমিক নাম্বার অনুসারে সজ্জিত লিখিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো মুসলিম মানুষের জন্য সর্বযুগে সর্বকালের সব সমস্যার সমাধানের জন্য নির্দ্ধিদায়,নি:সংকোচে দলীল-প্রমান হিসেবে ব্যবহার যোগ্য এবং ব্যবহার করতে হবে।
" خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَ الَّذِيْن يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " অন্তর্ভূক্ত হিজরী সনের প্রথম তিন উত্তম

শতাব্দির মধ্যে লিখিত সব হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহের অনূসরনীয় নীতিমালা।
(ক) সর্বপ্রথম সব বিষয়েই হিজরী প্রথম শতাব্দির, তারপর দি¦তীয় শতাব্দির ও তারপর তৃতীয় শতাব্দির লিখিত হাদিস শরীফের গ্রন্থে বর্ণিত হাদিস শরীফগুলো, তারপর এরকমভাবে পর্যায়ক্রমে উপরে ক্রমিক নাম্বার অনূসারে সজ্জিত লিখিত হাদিস শরীফের গ্রন্থের অনূসরনের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ না করে হাদিস শরীফের গ্রন্থগুলোর মধ্যে যেটি আগে লিখা হয়েছে সেটি প্রথম অনূসরন করতে হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিকভাবে পরবর্তীগুলো একটির পর একটি করে অনূসরন করতে হবে।
(খ) সর্ব প্রথম সব বিষয়েই আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার এবং সাহাবীকেরামগণের (রাদিআল্লাহু আনহুম) নিকটতম যামানার আরবদেশসমূহের যে সব জ্ঞানী-গুণী তাবেঈন,তাবে-তাবেঈন মনীষীবৃন্দ হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন তাদের কিতাব বা গ্রন্থ অনূসরন করতে হবে।
হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দিতে লিখিত নিম্নে বর্ণিত নাম সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহ-
১. মুসনাদে- ইমাম আবু হানিফা, জন্ম-ইনতিকালঃ ৮০-১৫০ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৫০০ টি/৯১৫টি।
২. মোআত্তায়ে -ইমাম মালিক, জন্ম-ইনতিকালঃ ৯৩- ১৭৯ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-১৭২০ টি।
৩. মুছান্নাফে- আবি শায়বা, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবি শাইবা আল কুফী, জন্ম-ইনতিকালঃ ১০৯-২৩৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৯০৯৮ টি, তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ছিলেন।
৪. মুছান্নাফে- আব্দুর রাজ্জাক, প্রণেতার নাম-আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হাম্মাম সনআ'নী, জন্ম- ইনতিকালঃ ১২৬-২১১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২১০৩৩ টি।
৫. মুসনাদে- ইমাম শাফিয়ী ও ৬. তাঁর ফিকহী (اَلْفِقْهِى) পদ্ধতিতে লিখিত "কিতাবুল উম্মি" , জন্ম-ইনতিকালঃ ১৫০- ২০৪ হিজরী, তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ছিলেন।
৭. মুসনাদে- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৬৪-২৪১ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪০০০০ টি(বর্তমানে ২৭৬৪৭টি হাদিস শরীফ বিদ্যমান আছে), তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ ছিলেন (ইনতিকাল বিবেচনায় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিক ধরা যেতে পারে)।
৮. সুনানে দারেমি- প্রণেতার নাম-অব্দল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, জন্ম-ইনতিকালঃ ১৮১-২৫৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩৫০৩ টি(ইনতিকাল বিবেচনায় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিক ধরা যেতে পারে)।
(রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম) যা বর্তমান কাল পর্যন্ত বিদ্যমান আছে।
(গ) কোন অবস্থাতেই ". " خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم " এ লিখিত হাদিস শরীফের কোন গ্রন্থকে একটির উপর অন্যটিকে প্রধান্য দেয়া যাবে না।
কারণ,(" خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُم ") خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلَاثَة অন্তর্ভূক্ত হিজরী সনের (খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিন শতাব্দী বা শতাব্দীর " মধ্যে লিখিত সব হাদিস শরীফ গ্রন্থই সহীহ তথা নির্ভুল ।তবে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা অনূসরন করতেই হবে। প্রথমত: প্রথম হিজরী,পরে দ্বিতীয় হিজরী,পরে তৃতীয় হিজরী ,এভাবে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, এইরূপে প্রথম আরব দেশসমূহের হাদিস শরীফ সংকলনকারীদের হাদিস শরীফসমূহের গ্রন্থসমূহ,পরে আরব দেশের বাহিরের হাদিস শরীফসমূহের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে হবে ।
(ঘ) তারপর পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা অনূসরনে পরবর্তীতে আরবদেশ সমূহের বাইরের যে সব মনীষীবৃন্দ তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন তাদের কিতাব বা গ্রন্থ

অনুসরন করতে হবে।
দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের আরো কতগুলো কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নাম দেয়া হল।

উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থগুলো ছাড়াও নিম্নে দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের আরো কতগুলো কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নাম দেয়া হল । দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নাম পর্যায়ক্রমে---
(১) আসাদ ইবনে মুছা মারওয়ানীর লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব (ইনতিকাল-২১২)।
(২) ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানিফার হাদিস শরীফের কিতাব (ইনতিকাল-২১২)।
(৩) আবু উবায়দ কাসেম ইবনে সাল্লামের হাদিস শরীফের কিতাব-" কিতাবুল আমওয়াল" (ইনতিকাল-২২৪)।
(৪) আবু জা'ফর ইবনে ছাব্বাহর হাদিস শরীফের কিতাব "ছুনান"(ইনতিকাল-২২৭)।
(৫) নোইম ইবনে হাম্মাদ খোজায়ীর হাদিস শরীফের কিতাব (ইনতিকাল-২২৮)।
(৬) মুছাদ্দাদ ইবনে মছারহাদের হাদিস শরীফের কিতাব (ইনতিকাল-২২৮)।
(৭) ইয়াহইয়া ইবনে মুঈনের হাদিস শরীফের কিতাব ,তাঁর সংগ্রহে ১২ লক্ষ হাদিস শরীফ ছিল (ইনতিকাল-২৩৩)।

তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নামঃ

(১) সহীহ বোখারী
প্রণেতাঃ-মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী,জন্ম-১৩ই শাওয়াল,১৯৪ হিজরী,জুমআ'র নামাজের পর সমরকন্দ(রাশিয়া),ইনতিকাল-১ লা শাওয়াল, ২৫৬ হিজরী ঈদুল ফিতরের রাতে, শনিবার, ঈদুল ফিতরের দিন যোহর নামাজের পর খরতঙ্গ নামক স্থানে সমাহিত করা হয়। এতে হাদিস শরীফের সংখ্যা- তাকরার সহ সংখ্যা-৭৩৯৭/৭২৭৫, তাকরারবিহীন-২৭৬১/৪০০০।
(২) সহীহ মুসলিম
প্রণেতাঃ-আবুল হুসাইন আসাকিরুদ্দিন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ কুশাইরী নিশাপুরী(রাশিয়া),জন্ম-২০২/২০৪/২০৬ হিজরী, ইনতিকাল-২৬১ হিজরী রবিবারে, সোমবারে নিশাপুরের বাইরে নাসিরাবাদে তাকে সমাহিত করা হয়।

হাদিস শরীফের সংখ্যা- তাকরার সহ সংখ্যা-৭৩৯৭/৭২৭৫, তাকরারবিহীন-২৭৬১/৪০০০ ।
(৩) সহীহ নাসাই
প্রণেতাঃ-আবু আব্দুর রহমান আহমাদ ইবনে শু'আইব খোরাসানী নাসায়ী , নাসা শহর (রাশিয়া) জন্ম-২১৫ হিজরী,ইনতিকাল-৩০৩ হিজরী, ১৩ ই সফর, সোমবার,সাফা ও মারওয়া পাহাড় দ্বয়ের মাঝে সমাহিত করা হয়। হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৪৮২।
(৪) সহীহ আবু দাউদ
প্রণেতাঃ-সুলাইমান ইবনে আশআ'স আযদী সিজিস্তানী (বসরা নগরী) ,জন্ম-২০২ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৫ হিজরী, ১৫ ই শাওয়াল । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৮০০।
(৫) সহীহ তিরমিজি
প্রণেতাঃ- মুহাম্মদ ইবনে ইসা তিরমিজি,(রাশিয়া)জন্ম-২০৯ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৯ হিজরী, ১৩ ই রজব.সোমবার, তিরমিযেই সমাহিত করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৩৮১২।
(৬) সহীহ ইবনে মাজাহঃ
প্রণেতাঃ- আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ কাযবিনী,(রাশিয়া) জন্ম-২২ শে রমজান, ২০৯ হিজরী, ইনতিকাল-২৭৩ সাল, ৬৪ বছর বয়সে,হিজরী,২১ রমযানু.সোমবার, ২২ শে রমযান,মঙ্গলবার সমাহিত করা হয় । হাদিস শরীফের সংখ্যা- ৪৩৩৮/৪৩৪১।

(৭) আবু দাউদ তয়ালাসি, প্রণেতার নাম-সুলাইমান বিন দাউদ আল জারুদ,জন্ম-ইনতিকালঃ২০২- ১৩৩ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-২৮৯০।
(৮)মুসনাদে আবি ইয়ালা, প্রণেতার নাম-আবু ইয়া'লা আহমাদ বিন আলি বিন আল মুসান্না আততামিমী, জন্ম-ইনতিকালঃ ২১০-৩০৮ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫৫৫।
(৯) সহীহ ইবনে খুজাইমা, প্রণেতার নাম-মুহাম্মদ ইবনু খুজাইমা বিন মুগিরা বিন সালেহ বিন বাকির, জন্ম-ইনতিকালঃ ২২৩-৩১১ ,হাদিস শরীফের সংখ্যা-৩২৭৮।
(১০)ইবনে হিববান, মুহামমাদ বিন হিববান বিন আহমাদ বিন হিববান, জন্ম-ইনতিকালঃ ২৭০-৩০৪ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৭৫০৩।।৭৫০৩।।।।
(১১)দারকুতনী, আলি ইবনে ওমর আদদারকুতনী, জন্ম-ইনতিকালঃ ৩০৬-৩৮৫ হিজরী, হাদিস শরীফের সংখ্যা-৪৮৩৬।
(১২) আল মুসতাদরাকু , মুহাম্মাদ বিন আব্দল্লাহ বিন মহাম্মাদ বি হামদুয়া বিন নাঈম বিন হাকাম দব্বি তুহমানি, জন্ম-ইনতিকালঃ ৩২১-৪০৫ হিজরী , হাদিস শরীফের সংখ্যা-৮৯৮৩।

উপরে বর্ণিত তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের কিতাব তথা গ্রন্থগুলো ছাড়াও নিম্নে তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত হাদিস শরীফের আরো কতগুলো কিতাব তথা গ্রন্থ সমূহের নাম পর্যায়ক্রমে-----------

(১) আলী 'ইবনুল মাদীনী' (ইনতিকাল-২৩৪)। ইমাম বুখারী তাঁর বুখারী শরীফ তথা 'আল জামেউছছহীহ' সমালোচনার উদ্দেশ্যে আলী 'ইবনুল মাদীনী কে দেখাইয়াছেন।
(২) ছাইদ ইবনে মানছুর(ইনতিকাল-২৩৫), হাদিস শরীফে তাঁর 'মোছান্নাফ' রয়েছে।
(৩)ইমাম ইছহাক ইবনে রাহওয়াই (ইনতিকাল-২৩৮), হাদিস শরীফে তাঁর 'মোছনাদ' রয়েছে। তিনি ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন।
(৪)আবদে ইবনে হুমাইদ (ইনতিকাল-২৪৯), হাদিস শরীফে মোছনাদে কবীর নামে তাঁর একটি কিতাব রয়েছে।
(৫)আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে বাশ্শার বছরী (ইনতিকাল-২৫২), হাদিস শরীফে তাঁর একটি কিতাব রয়েছে।

(৬) আব্দল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান(ইনতিকাল-২৫৫), হাদিস শরীফে তাঁর 'মোছনাদ' রয়েছে। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- উপরোক্ত শতাব্দীগুলোতে মুসনাদে আবদে ইবনে হোমাইদ, বায়হাকি,তবরানী, তাহাভী, মাআ'নীল আছার নামে হাসি শরীফের কিতাব বা গ্রন্থসমূহও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত আরো ৫০টিরও বেশী হাদিস শরীফের কিতাব বা গ্রন্থ রয়েছে। ঐগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ক্রমিক নাম্বার অনূসারে পরে দেয়া হবে।